ধানের খোলপোড়া রোগ দমনে কৃষকের করণীয়

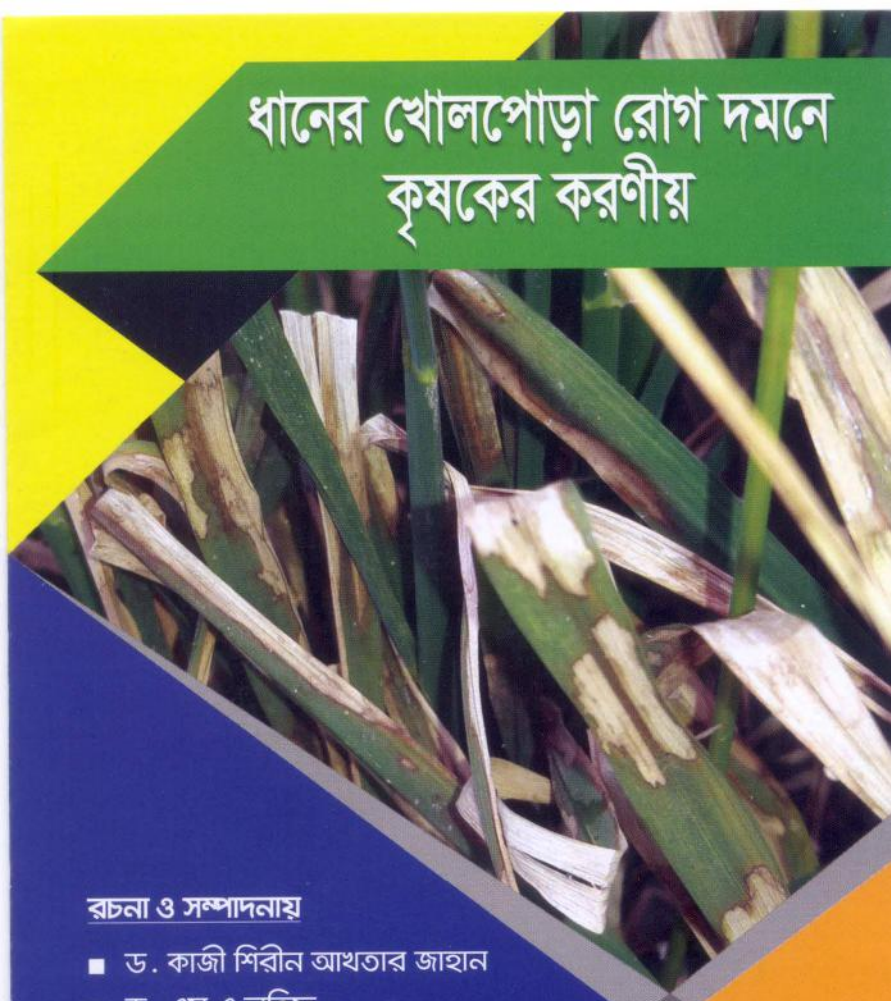

রচনা ও সম্পাদনায়

- ড. কাজী শিরীন আখতার জাহান
- ড. এম এ লতিফ
- ড. আহ্সানুল হক
- ড. খায়রুল আলম ভূঁইয়া
- ড. মোঃ আনছার আলী

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

ভূমিকা

বাংলাদেশে ধানে এ পর্যন্ত ৩২টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। ধানের বিভিন্ন রোগবালাইয়ের মধ্যে খোলপোড়া একটি অন্যতম প্রধান ক্ষতিকারক রোগ। রোগটি কোন কোন অঞ্চলে পচন রোগ নামেও পরিচিত।

এই রোগটি ধানের খোলে ও পাতায় দেখা যায়। সর্বোচ্চ কুশি অবস্থা থেকে থোড় আসা পর্যন্ত যে কোন সময় এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। *Rhizoctonia solani* (রাইজোকটোনিয়া সোলানি) নামক এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে। খোলপোড়া রোগটি আউশ ও আমন মৌসুমে বেশি ক্ষতি করে। রোগটি ধানের ফলন শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

- ভ্যাঁপসা গরম আবহাওয়ায় (অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা) এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়।
- বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে রোগটির তীব্রতা বাড়ে।
- এছাড়াও জলাবদ্ধ জমিতে খোলপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।
- জমিতে চারা ঘন করে লাগালে রোগ বেশি হয়।

চিত্র-১: খোলে খোলপোড়া রোগের লক্ষণ

রোগের লক্ষণ

সাধারণত চারা অবস্থায় এই রোগ দেখা যায় না। সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে গাছের নিচের দিকে পাতার খোলে পানি ভেজা দাগ পড়ে। দাগগুলো আকারে বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। দাগগুলোর মাঝখানে সাদা বা ছাই রং হয় যা বাদামি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। দাগগুলো অনেক সময় একত্রে মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। অনেকগুলো দাগ পাশাপাশি থাকলে দেখতে গোখরো সাপের চামড়ার মত ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় (চিত্র-১)। রোগটি গাছের পাতায়ও একই রকম দাগ সৃষ্টি করতে পারে (চিত্র-২)। রোগের মারাত্মক অবস্থায় আক্রান্ত গাছের সমস্ত খোল, পাতা এমনকি সম্পুর্ণ গাছটি শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

চিত্র-২: পাতায় খোলপোড়া রোগের লক্ষণ

রোগটি কিভাবে ছড়ায়

মাটি, নাড়া ও পরিত্যক্ত খড়কুটায় ছত্রাক-গুটিকা বা ছত্রাক-কাণ্ড রোগের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে। বৃষ্টি, সেচ বা বন্যার পানির মাধ্যমে রোগজীবাণু এক গাছ থেকে অন্য গাছে এবং এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগ হওয়ার আগে করণীয়:

- এ রোগের প্রতিরোধী কোন জাত এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। তবে এ রোগ কম হয় এরূপ লম্বা জাত চাষাবাদ করা উচিত যেমন

আমন মৌসুমে বিআর১০, বিআর২৩, ব্রিধান৩১, ব্রিধান৩২, ব্রিধান৪১, ব্রিধান৪৪ এবং স্থানীয় জাতের মধ্যে কুমড়াগইর ইত্যাদি। আউশ মৌসুমে স্থানীয় জাত চাষ না করে বিআর২৬ এবং ব্রিধান২৭ চাষ করা যেতে পারে।

- শেষ চাষের সময় জমিতে ভাসমান আবর্জনা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- সুষম সারের ব্যবহার, বিশেষতঃ ইউরিয়া সার সঠিক মাত্রায় ও কিস্তিতে প্রয়োগ করা।
- পটাশ সার সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে ভিজানো এবং শুকানো (AWD) পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- রোগ প্রবণ এলাকায় চারা থেকে চারার দূরত্ব (২০×২০ বা ২৫×১৫ সেমি) বাড়িয়ে লাগানো এবং প্রতি গোছায় ২-৩টি চারা লাগানো।
- উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সারি করে লাগালে রোগের প্রকোপ কম হয়।

রোগ হওয়ার পরে করণীয়:

- রোগের আক্রমণ গাছের উচ্চতার শতকরা ৩০ ভাগের নিচে থাকলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।
- রোগ দমনে ফলিকুর (৬৭ মি.লি/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) ছত্রাকনাশক ৭-১০ দিন ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করতে হবে।

প্রকাশনায়

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল

জুন ২০১৬

অর্থায়নে

পিজিবি প্রজেক্ট (ব্রি অংগ)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

বিভাগীয় প্রধান

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

ফোন: ০২৪-৯২৭২০৫৪, ফ্যাক্স: ০২৪-৯২৬১১১০

E-mail: alatif1965@yahoo.com; head.path@brri.gov.bd

Website: www.brri.gov.bd